ভোরের কাগজ

JUN 01 2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ... ৬ ...

ছাত্রলীগের ঢাবি হলের নেতৃত্বে নির্বাচন নিয়ে ক্ষোভ-বিক্ষোভ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল শাখার সম্মেলনে নেতৃত্ব নির্বাচন নিয়ে মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ত্যাগী এবং পরীক্ষিত নেতাকর্মীদের বাদ দিয়ে আঞ্চলিকতা এবং নেতাদের পছন্দসই প্রার্থীদের নেতৃত্ব নির্বাচন করায় কর্মীদের মধ্যে এ ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে ● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

ছাত্রলীগের ঢাবি হলের

● শেষের পাতার পর

বলে জানা যায়। নেতৃত্ব নির্বাচনে দায়িত্বশীল বিশ্ববিদ্যালয়ের দু নেতার বিরুদ্ধে এমনকি অর্থের বিনিময়ে পদ প্রদানেরও অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়া সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকের কারান্তরীণ থাকার সুযোগ নিয়ে একটি গ্রুপ নিজেদের মধ্যে হলগুলোতে নেতৃত্ব ভাগাভাগির প্রচেষ্টা চালাচ্ছে বলে ছাত্রলীগের একটি সূত্র জানায়। বরিশাল এবং বাগেরহাটকেন্দ্রিক গ্রুপ এক হয়ে এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত বলে জানা যায়।

গত বৃহস্পতিবার সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়াউর রহমান হলের সম্মেলনে ত্যাগী নেতাকর্মীদের বাদ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক আঞ্চলিকতাকে প্রাধান্য দিয়ে অপেক্ষাকৃত অপরিচিত নেতাকর্মীদের সমন্বয়ে হল কমিটি গঠন করেন। এই হলের সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং বিশ্ববিদ্যালয় শাখার অন্যান্য নেতৃবৃন্দের তীব্র প্রতিবাদ এবং আপত্তি সত্ত্বেও এই কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি গঠনের পর বিক্ষুব্ধ কর্মীরা দলীয় কার্যালয়ে ব্যাপক হইহট্টগোল শুরু করে। এ সময় কর্মীদের বাধার মুখে ঢাবি শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক দলীয় কার্যালয় ছেড়ে চলে যান। ক্ষুব্ধ কর্মীরা এ সময় সংগঠনের কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি পপি এবং শিখরকে অবরুদ্ধ করে রাখলে তারা জিয়া হলের প্রস্তাবিত কমিটি নিয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা করার আশ্বাস দিলে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

দীর্ঘ সাড়ে ৩ বছর পর গত ২০ এপ্রিল থেকে ছাত্রলীগের সাংগঠনিক নেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলের কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে হলসমূহের সম্মেলন শুরু হয়। এ হলে জসিমকে সভাপতি এবং জুয়েলকে সাধারণ সম্পাদক করে শান্তিপূর্ণভাবে হল কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হলেও পরদিন শহীদুল্লাহ হলের সম্মেলনে কমিটি গঠন নিয়ে উত্তেজনা দেখা দেয়।

২৩ মে জহুরুল হক হলের নেতৃত্ব নির্বাচন নিয়ে ডাকসু ক্যাফেটেরিয়ায় ঢাবি শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং সাংগঠনিক সম্পাদকের মধ্যে ত্রিমুখী তীব্র দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এই হলের বর্তমান সভাপতি কারান্তরীণ বাবু মিজান-বাবলু কমিটি গঠনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় নেতৃবৃন্দকে চিঠি দিলেও সাংগঠনিক সম্পাদক আঞ্চলিকতার কারণে নুরুজ্জামানকে সাধারণ সম্পাদক করার জন্য চাপ দেয়। এ নিয়ে সৃষ্ট তীব্র মতভেদের কারণে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের হস্তক্ষেপে কমিটি গঠন প্রক্রিয়া স্থগিত হয়ে যায়। জহুরুল হক হলের কমিটি গঠন নিয়ে দ্বন্দ্বের কারণে বাকি হলগুলোর কমিটি গঠন প্রক্রিয়া কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেওয়া নয়। মহসীন হলের কমিটি গঠনও নেতৃবৃন্দের মধ্যকার দ্বন্দ্বের কারণে স্থগিত রয়েছে।

ওদিকে ক্ষুব্ধ নেতাকর্মীরা অভিযোগ করেছেন ইতিপূর্বে হলগুলোর কমিটিতে ত্যাগী এবং পরিক্ষীত নেতাকর্মীদের নির্বাচন না করায় ১ অক্টোবারের নির্বাচনের পর রাতের আঁধারে প্রায় সকল হলের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক কর্মীদের ফেলে হল ত্যাগ করে। সেদিক বিবেচনা করে এবার কর্মীরা ত্যাগী, পরীক্ষিত নেতাদের হলের নেতৃত্বে আনার দাবি জানিয়েছেন।

এদিকে ছাত্রলীগের নির্ধারিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে গত ২৫ মে বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হল এবং ২৮ মে কবি জসীমউদ্‌দীন হল শাখার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কুয়েত মৈত্রী হলের সম্মেলনে শারমীন জাহানকে সভাপতি এবং নুশরাত জাহান নাহিদকে সাধারণ সম্পাদক করে কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে।

জসীমউদ্‌দীন হলের সম্মেলনে আতিকুর রহমান শাহজাহানকে সভাপতি, শেখ সোহেল রানা টিপুকে সাধারণ